পাঠ-প্রতিক্রিয়া: ২

উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাদের জন্য এই বই অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। কাজী মহাসিন আজিম (সুমন) রচিত 'সফল ব্যবসায়ী হতে গেলে' বইটি পড়লে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার লক্ষ্যে যে'সকল তরুণ সবে চড়াই-উতরাই পেরোতে শুরু করেছেন, এ'বই নিঃসন্দেহে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশনা দেবে। কীভাবে একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে লেখক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার আলোয় দুর্গম অভিযাত্রার বহু অনালোকিত দিক উন্মোচন করেছেন। তাতে সামনে চলে এসেছে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা থেকে মূল্যবোধ, সমস্যা সমাধানের প্রয়োগ-প্রকরণ থেকে প্রাক্ষোভিক বুদ্ধিমত্তা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বই উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার পথে তরুণদের গভীর অনুপ্রেরণা জোগাবে।

শেখ নুরুল হক
অবসরপ্রাপ্ত আইএএস
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ

কৃতজ্ঞতা

আমার এই সফলতায় অনেক মানুষের অবদান রয়েছে। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার বাবা-মাকে। কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক সৈয়দ নাসিরুল হক চিশতীকে, যাঁর দোয়া সবসময় আমার পথকে আলোকিত করেছে। পাশাপাশি, আমার জীবনের বিভিন্ন পর্বে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের নাম এখানে শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করছি - আমার মেসোমশাই কেরামত আলী, আমার মাসি কবিতা বেগম, মরহুম মেরু মিয়াঁ, সোহেল রানা, মুজিবুর রহমান, সৈয়দ মুহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, কাজী কারিয়ুল কারীম, আশিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, মনিরুল হোসেন, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত মৈত্র, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় এবং আমার বন্ধু শাহাবুদ্দিন আহমেদ, অহিদুর রহমান, আবুল খায়ের, আশিকুর রহমান।

আমার কর্মজীবনে যাঁরা পাশে ছিলেন এবং আছেন — রেজা কাওসার, রাজ কুমার মিশ্র, ঝুমুর দণ্ডপাট, সোমালি বিশ্বাস, শুভেন্দু দত্ত। আর বর্তমানে আমার স্বপ্নপূরণের যাত্রায় একনিষ্ঠভাবে যাঁরা সঙ্গ দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন — হামনাজ প্রধান, সাহিল এলাহি, রায়হান আলী বিশ্বাস, ইজাজ আহমেদ, ইব্রাহিম মন্ডল, অঞ্জন রায় এবং অভিজিৎ মাহাতো।

কাজী মহাসিন আজিম (সুমন)

ভূমিকা

আজকের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে সফল ব্যবসা গড়ে তোলা শুধু পুঁজি বা পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করে না। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মানসিকতা, দূরদর্শিতা, নৈতিকতা এবং অবিরাম প্রচেষ্টা। বহু মানুষ ব্যবসা শুরু করেন; কিন্তু অল্প কিছু মানুষই সত্যিকারের সফল ব্যবসায়ীতে পরিণত হন। প্রশ্ন হল, কেন? এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজতেই আমি এই বই লিখেছি।

'সফল ব্যবসায়ী হতে গেলে' শুধু একটি বই নয়; এটি একটি যাত্রা, যেখানে আপনি শিখবেন ব্যবসার সূচনা থেকে শুরু করে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা, ব্যবসা বাড়ানো এবং ব্যবসার স্থায়ী প্রভাব তৈরির কৌশল। অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে এই বইতে আমি চেষ্টা করেছি প্রয়োগযোগ্য কৌশল শেখাতে। চেষ্টা করেছি আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার উপায় তুলে ধরতে।

এই বই নতুন উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা কিংবা ব্যবসা করতে চাওয়া যেকোনও ব্যক্তির জন্য দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এখানে আপনি পাবেন সাফল্যের বাস্তব কাহিনি, ব্যর্থতা থেকে উঠে আসা শিক্ষা এবং প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জকে শক্তিতে পরিণত করার উপায়।

বইটি পড়ে যদি একজন মানুষও নিজের ব্যবসায়িক যাত্রায় সাহস পান এবং তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে পারেন, তবেই আমার এই প্রচেষ্টা সফল হবে।

সূচিপত্র

১। ভূমিকা	৯
২। স্বপ্ন থেকে সফলতা, এই বই কেন লিখলাম?	১০
৩। 'চাকরি করব না, চাকরি দেব'	১১
৪। আজ সারা দিন কী করলেন?	১৩
৫। নিজেকে ভালোবাসা: সাফল্যের প্রথম ধাপ	১৪
৬। আত্মশ্রদ্ধার পাঠ	১৫
৭। ১৩টি অভ্যাস: সাফল্যের চাবিকাঠি	১৬
৮। সময় ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ	১৮
৯। টাইম ম্যানেজমেন্ট	২০
১০। ছাত্রাবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ৪ বছর : প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা	২২
১১। সময় এখনও আছে, কাজে লাগান	২৫
১২। উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন: চিন্তার ভিন্নতা	২৭
১৩। নিজের সঙ্গে কথা — পরিবর্তনের প্রথম ধাপ	২৯
১৪। জীবন বদলে দিতে পারে ১০টি দক্ষতা	৩১
১৫। উদ্যোক্তার মানসিকতা ও কেরিয়ার পরিকল্পনা	৩৪
১৬। স্বপ্ন, সংকল্প ও সাফল্যের ১০টি পাঠ	৩৫
১৭। অগ্রগতির অদৃশ্য সেতু	৩৭
১৮। মা-বাবার আশীর্বাদের গুরুত্ব	৩৯
১৯। বাবা-মাকে ভালোবাসুন, জানান দিন 'ভালোবাসি'	৪১
২০। অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া: নতুন জীবনের ডাক	৪২
২১। সাহায্যের হাত বাড়ান	৪৩
২২। সফলতা মানে কী?	৪৫
২৩। সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা	৪৭
২৪। ভালো মানুষ হওয়া সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ডিং	৪৯
২৫। কাকে বলে 'ভালো মানুষ'?	৫০

২৬। সততা ও সম্পর্ক সাফল্যের অমূল্য সম্পদ ৫২
২৭। স্বপ্ন, সাহস, সূচনা ও ধৈর্য: সফলতার ৪ সূত্র ৫৩
২৮। লড়াকু মানসিকতা ও অধ্যবসায় ৫৫
২৯। বিজনেসের প্রেমে পড়ুন : গোপন ফর্মুলা ৫৬
৩০। বলা যত সহজ, করা তত কঠিন? ৫৭
৩১। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিন ৫৮
৩২। আবেগ নয়, কাজই হোক জয়সূচক উত্তরের ভাষা ৫৯
৩৩। সমালোচনার মুখোমুখি হয়ে এগিয়ে চলা ৬১
৩৪। ইতিবাচকতা — সাফল্যের শর্ত ৬২
৩৫। মনখারাপ দূর করার উপায় ৬৪
৩৬। খুশির চাবিকাঠি আমাদের হাতেই ৬৬
৩৭। প্রায়োরিটি — ব্যস্ততা নয়, বেছে নেওয়ার বিষয় ৬৮
৩৮। অন্যের নয়, নিজের আলোয় উদ্ভাসিত হোন ৭০
৩৯। 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার...' ৭১
৪০। মূলধনের সঙ্কট কাটানোর সহজ উপায় ৭২
৪১। বিয়ের খরচ কমিয়ে স্টার্টআপ ফান্ড ৭৪
৪২। ছোট মূলধন থেকে ব্যবসা ৭৬
৪৩। মূলধনের অজুহাত নয়, মানসিকতা পাল্টান ৭৮
৪৫। কোটি টাকার মূলধন, যা আপনার মধ্যেই রয়েছে ৭৯
৪৬। ফান্ড সংগ্রহে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ৮১
৪৭। উদ্ভাবনী আইডিয়া এবং ফান্ডিং ৮৩
৪৮। বিজনেস আইডিয়া খোঁজার ৭টি কার্যকর পদ্ধতি ৮৫
৪৯। উপযুক্ত উদ্যোগ বেছে নিন ৮৮
৫০। বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে সম্ভাবনার খোঁজ ৯০
৫১। স্থানীয় পণ্য থেকে বিশ্ববাজার — অনন্ত সম্ভাবনা ৯২
৫২। উদ্যোক্তাদের জন্য কার্যকর পিচ প্রস্তুতির গাইড ৯৪
৫৩। কথা বলার জড়তা কাটান ৯৬
৫৪। প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি করুন ৯৮
৫৫। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল থেকে ফান্ডিং ৯৯
৫৬। পার্টনারশিপের আগে জেনে নেওয়া জরুরি... ১০১
৫৭। বিনিয়োগ নয়, মালিকানা ১০৩

৫৮। শুরুর পথে হুঁশিয়ার ১০৪
৫৯। কোম্পানি গঠনের ধাপগুলি ১০৬
৬০। ট্রেড লাইসেন্স ও ব্যাঙ্ক লোন ১০৮
৬১। কমিটমেন্ট: ব্যবসায়িক সাফল্যের চাবিকাঠি ১১০
৬২। রিপিট কাস্টমার: বিপণনের চালিকাশক্তি ১১২
৬৩। বিক্রয় সফলতার মূলনীতি ১১৪
৬৪। মার্কেটিংয়ের ১১টি কার্যকর কৌশল ১১৬
৬৫। অনলাইন ব্যবসার অগাধ সম্ভাবনা ১১৮
৬৬। সিইও নয়, নেতা হোন ১২০
৬৭। উদ্যোক্তা তৈরির যাত্রা ১২২
৬৮। শুভেচ্ছা সহ ৭ সতর্কতা ১২৪

লেখক পরিচিতি

কাজী মহাসিন আজিম (সুমন) একজন স্বপ্নদর্শী মানুষ, শুধু স্বপ্ন দেখেন না, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে নিরলস পরিশ্রম করে চলেন। বর্তমানে ইএমই অ্যাকাডেমি, হসপিস প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড ও ইয়েলো টি-- এই তিনটি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন।

তাঁর শিক্ষাজীবন কিছুটা বিক্ষিপ্ত। উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর আইন, ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করলেও কোনোটিই সম্পূর্ণ করতে পারেননি। কলেজ-ছুট হওয়ার পর বাস্তব জীবন থেকে হাতে-কলমে শেখা শুরু করেন। একটি ছোট কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিয়ে তাঁর উদ্যোগের প্রথম পথচলা। এরপর সৌদি আরবে কিছুদিন চাকরি ও ব্যবসার মাধ্যমে প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। কিন্তু দেশে ফিরে এসে সবচেয়ে গভীরভাবে অনুভব করেন, দক্ষতার অভাবে আমাদের দেশের মানুষ কর্মসংস্থানের দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে। এই উপলব্ধি থেকেই শুরু করেন স্কিল ডেভেলপমেন্টের কাজ। প্রায় ১০ বছর ধরে আইটি ও ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫ হাজারের বেশি মানুষকে চাকরি ও স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

তাঁর লক্ষ্য একটাই — দেশে উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ানো। তাঁর বিশ্বাস, একজন উদ্যোক্তা শুধু নিজের জীবনেই পরিবর্তন আনেন না; বরং আরও অনেক মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন। এই বইয়ে তিনি তাঁর ব্যাবসায়িক অভিজ্ঞতার আলোকে চেষ্টা করেছেন উদ্যোক্তা হবার পথ দেখাতে, সে-পথ সাধারণ মানুষের সফল ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার। বইটি উদ্যোক্তা হতে চাওয়া ব্যাক্তিদের স্বপ্ন সফল করার কাজে সামান্য হলেও সাহায়তা করবে।